

প্রতিক্রিয়া (অর্নবের লেখার উত্তরে)

অর্নব আপনার লেখার জবাব লিখতে আমার বেশ দেরী হয়ে গেলো শারীরিক অসুস্থতার কারণে। আপনি আপনার লেখায় আমাকে "দিদি" সম্বোধন করেছেন কিন্তু আমি আপনাকে অর্নবই সম্বোধন করছি কারণ আপনার লেখার সুর আগের থেকে অনেক নরম হলেও আত্মদস্ত এখনও কাটেনি, আপনার লেখার শিরোনাম যদিও "বাংলাদেশের বন্ধুদের প্রতি" কিন্তু লেখায় বন্ধুত্বের সুর বাজেনি কোথাও। কিছুটা করুণা হয়তো আছে আমাদের জন্য কিন্তু করুণা দিয়ে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হয় ভাই-বোন বা বন্ধুত্ব হয় না। যেদিন আপনার কোন লেখায় আমার মনে হবে আপনার মনোভাব আমাদের প্রতি পরিবর্তন হয়েছে সেদিন আমি সব্বাইকে সাথে নিয়ে আপনাকে ভাই-ফোটা দিব কিন্তু তার আগে পর্যন্ত আপনি আমার কাছে শুধু অর্নব থাকবেন। আমাদের স্বাধীন দেশ আর নিজস্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তার ভিতরের ব্যাপার নিয়ে আপনি সাবধান হয়েও লিখেছেন, কিন্তু কেনো? আপনার কি কারণে মনে হলো আমাদের মাঝে এ নিয়ে ভাবার মতো বিদ্বান লোকের অভাব পড়েছে? এটা রীতিমতো ধৃষ্টতা একটা স্বাধীন দেশ ও জাতির প্রতি, বন্ধুত্বের লক্ষণ নয়। অযথা বিতর্কে জড়ানো আমার স্বভাব নয়, গঠনমূলক কোন আলোচনা থাকলে আমি তাতে অংশ নিবো। এ লেখার পর আমি কোন কারণেই এ প্রসঙ্গে কারো লেখার কোন জবাব দিব না। কথায় বলে, "যার হয় না নিয়ে তার হয় না নব্বুই এ" বিজ্ঞ অনেক বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে এতো কথা লেখার পরও যদি কেউ অকারনেই কথা বলার জন্যই কথা বলতে থাকেন তবে তা নিজের ব্যাপার। আমি কতো শক্তিশালী আর আমার প্রতিবেশী কতো দুর্বল এটা উঠেপড়ে প্রমান করতে লাগার মধ্যে কি বাহাদুরী আছে তা আমি জানি না। কিন্তু ছোট একটা গল্প বলতে চাই এ প্রসঙ্গে, অর্নবের হয়তো এ গল্প গাইয়া লাগবে কিন্তু আমার মতো অনেক গাইয়া বাংলাদেশীর হয়তো ভালো লাগবে। এটা অনেক ফোরামের বিজ্ঞ জ্ঞানী জনের আচরনে আমার অনেক সময় মনে পড়ে। আমার বাবার এক বিধবা ফুপু থাকতেন তাদের সাথে তাদের যৌথ পরিবারে। তিনি খুবই মেজাজী ছিলেন, কেউ কিছু বললে খড়া হস্ত হয়ে উঠতেন, অকারনেই প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে অনেক চেচামেচি করতেন। তিনি ঠান্ডা হলে তার বাবা যদি তাকে জিজ্ঞেস করতেন এতোক্ষন তুই কি বললি আর কেনোই বা বললি? তার সাদা সাপটা জবাব ছিলো কি বলেছি, তার দরকার নাই কারণ আমি জেতার জন্য বলেছি। আমার জেতার যেহেতু কিছু নাই তাই এ প্রসঙ্গ আমি আর দীর্ঘায়িত করে অকারন শক্তিক্ষয় করবো না। আমি নীচের এই কবিতাটিতে বিশ্বাসী

বাবুই পাখিরে ডাকি বন্ধিছে চড়াই, কুড়ে ঘরে থেকে করিম শিল্পের বড়াই
কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বামায় (বাবুই এর উক্তি)

আপনি অনেক সময় নিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করে খোজ নিয়ে এই লেখাটি লিখেছেন দেখে ভালো লাগল, তিনি নিজে অন্তত চেষ্টা করেছেন আমেরিকানদের মতো উন্নাসিক বলয় থেকে বেড়িয়ে আসতে। আমার আগের লেখাটিকে আমি সার্থক মনে করছি অন্তত একজনকে হলেও ভাবিয়েছে। আপনি পত্রিকায় রিভিউ পড়েছেন আমাদের আজকের দিনের তরুণ চলচিত্র নির্মাতাদের নিয়ে জেনে ভালো লাগল। এ ধরনের আরো বোধোদয় আরো অনেকের বেলায়ই আশা করছি। আমার এক বান্ধবী বিয়ের পর পরই সন্তান নিতে চায়নি তাই সে প্রায়ই দুষ্টমি করে তার ছয়/সাত বছরের ছেলেকে বলে আমি চায়নি তুমি জন্মাও। বান্ধবীর স্বামী প্রায়ই কাজের সুবাদে দেশের বাইরে থাকেন, বান্ধবীকে তার ছেলেকে নিয়ে একা একা সমস্ত সংসার চালাতে হয় এই বিদেশে বিভূইয়ে। বান্ধবীর ছেলে তাই একদিন তার মাকে বলেই

ফেলল ভাগ্যিস মা আমি বর্ণ করেছিলাম নইলে কে তোমার টেককেয়ার করতো? আমাদের কোলকাতার দাদা সাহেবদের আক্ষালন দেখে আমার ছোট্ট নাবিলের কথা প্রায়ই মনে পড়ে ভাগ্যিস আমাদের বাঙ্গাল সত্যজিত রায় কোলকাতায় সেটেল করেছিলেন নইলে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী ভাব কিন্তু বুদ্ধির বড়ই অভাব কোলকাতার দাদাদের কি হতো?

একশ কোটি মানুষের দেশ থেকে একজন সত্যজিত রায় কিংবা একজন মুনাল সেন উঠে এসেছেন তাতেই সব্বাই এতো গর্বিত যে সেই পুরোন প্রবাদ মনে পড়ে যায় "এই রূপে এই গুনে এতো পরিপাটি, আর যদি রূপ থাকত কইন্যা না ছুইত মাটি"।

বাংলাদেশে হুমায়ুন আজাদ তার প্রাপ্য সম্মান পাননি, এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই অনর্ব। সম্মান মানেতো শুধু পোষাকী এয়াগার্ড না, সম্মান মানে মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এবং নিজদেশের জনগনের কাছ থেকে তা প্রচুর তিনি প্রচুর পেয়েছেন এবং এখনও তা পাচ্ছেন। তিনি সবসময়ই শাসকগোষ্ঠীর বিপক্ষে লিখতেন তাই শাসন ব্যবস্থা তাকে কি স্বীকৃতি দিলো সেটা বড় কথা নয় আমাদের কাছে। যেমন আপনাদের দেশে লেখিকা অরুন্ধতী হোমসকে আদালত অবমাননার দায়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছে, এ কথা দিয়ে কেউ যদি বলে তিনি নিজ দেশে স্বীকৃতি পান নি একটু হাস্যকর শোনায় না কি? বরং বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে সবসময় উল্লেখ থাকবে শক্তিশালী এ লেখককে তার লেখনীর জন্য প্রাণঘাতী হামলায় পড়তে হয়েছিলো। আপনাদের দেশের লিটল ম্যাগাজিন প্রভৃতি বাংলাদেশের সাহিত্যের কদর হচ্ছে জানতে পেরে খুব ভালো লাগল। দেবীতে হলেও অনর্ব ভালো জিনিসের কদর সবসময়ই হয়। জাপানীরা বাংলাতে কতদুর পিছিয়ে আছে সেটা আমার পক্ষে এ মুহূর্তে বলা মুশকিল আমি চুনোপুটি, আমার দৌড় বইপত্র পত্রিকা আর নেট পর্যন্ত কিন্তু আপনি আমার লেখাটা পড়ায় পিছিয়ে আছেন কিংবা অতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে মন দিতে পারেননি নইলে দেখতেন আমি লিখেছি আব্বাসউদ্দীনের গান, জসীমউদ্দীনের সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমেরিকা, জাপান সহ বিভিন্ন দেশে আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে। আমি একবারও কোথাও বলিনি যে ফ্রান্স, রাশিয়া বা জার্মানীতে আমাদের সাহিত্য নিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। হয়তো হচ্ছে কিংবা বলবো হয়তো কেনো নিশ্চয়ই হচ্ছে।

অনর্ব আপনি বোধহয় আজকের পৃথিবীতে বাস করছেন না তাই হিন্দী গান, সিনেমার আগ্রাসনের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছেন না। অবশ্য আপনি আগেই বলে নিয়েছেন আপনি সিনেমা খুব একটা দেখতে পারেন না, নইলে জানতেন এরাবিয়ান থেকে আফ্রিকান অনেকেই ইন্ডিয়াকে অনেক কাছ থেকে জানে এই হিন্দী ফিল্মের দৌড়ে। ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রী ইন্ডিয়াকে যা দিয়েছে অন্যকোন ইন্ডাস্ট্রী তা দিতে পারেনি। সবসময় আমার প্রবাস জীবনের প্রতি একধরনের অনীহা কাজ করলেও শুধুমাত্র এতো জাতীর কাছাকাছি থাকতে পারার কারণটাই প্রবাসের আর সব সুবিধা ছাড়িয়ে আমার কাছে বড় হয়ে বাজে। নতুন কোন এরাবিয়ান বা আফ্রিকান কারো সাথে পরিচয় হওয়া মাত্র যে প্রসঙ্গ সামনে আসে তাহলো হিন্দী সিনেমা আর তার গান। আর প্রায়ই দেখি সিনেমার কল্যাণে এরাবিয়ান, আফ্রিকান অনেকেই টুকটাক হিন্দী কথা বলছে। আপনি নিজেই সায় দিলেন আজকাল কোলকাতার হল মালিকরা মন্দা ব্যবসার কারণে সরকারকে প্রায়ই আমন্ত্রন জানায় উৎসবের আয়োজন করার জন্য যাতে হলে কিছু বানিজ্য হয়, নইলে বাংলা সিনেমা দেখতে বিশেষ কেউ আর হলমুখী হয় না। হিন্দী সিনেমা মন্দার পথে বলে অন্যান্য ভাষায় হিন্দী সিনেমা ডাব করা হচ্ছে কিনা জানি না তবে তামিলসহ প্রচুর অন্যান্য ভাষার সিনেমার হিন্দী সংস্করণ দেখেছি। আমি যতদুর জানি অন্যভাষায় ভালো গল্পের কোন সিনেমা হিট হওয়া মাত্রই তা হিন্দীতে রিমেক হয়। হাল আমলের "সাথীয়া"তো তামিলের হিন্দী ভার্সান।

আপনি আমাকে অযথা দোষারোপ করছেন, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অমর্ত্য সেন আমাদেরও নমস্য, তার অবদানের কথা আমরা খুবই শ্রদ্ধার সাথে বলি। কিন্তু বিতর্ক হচ্ছিলো কোলকাতার গার্জেনদের উন্মাসিকতা নিয়ে বাংলাদেশীদের উন্মাসিকতা নিয়ে নয়। না উনিশে আমাদের এখানে পালন হয় না কিন্তু আমি কোথাও কি উল্লেখ করেছিযে আমাদের তরফ থেকে কোন ত্রুটি নেই? কিন্তু হ্যাঁ আমাদের তরফ থেকে আপনাদের জন্য কোন উপদেশও নেই। আমরা আমাদের ঘর সামলাচ্ছি, কারো অযাচিত উপদেশ চাইছি না। দুটি ভাষার মিশেলকে আপনার কাছে পরিহাসের উপযোগী মনে হয় কারণ আপনার চিন্তাধারা খুব বড় কিছু দেখেনি হয়তো।

আপনি এক কাজ করুন, বন্যা আহমেদের লেখা বিবর্তনের সিরিজটা পড়ুন তাহলে জানতে পারবেন এই পৃথিবীতে ধ্রুব সত্য বলে কম ব্যাপারই আছে। অনেক প্রাণ ধ্বংস হয়ে, আবহাওয়ার সাথে এডজাস্ট করে নতুন আঙ্গিকে পৃথিবীতে এসেছে, পাহাড় সমুদ্র হয়েছে আবার অনেক প্রসিদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। পরিবর্তনই মহাবিশ্বের ধর্ম। আজ আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন ১০০ বছর আগেও কি কোলকাতায় লোকে সেই ভাষায় কথা বলত? বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুনীল, বুদ্ধদেব কি একই ভাষারীতির সাহিত্য রচনা করেছেন? হেমন্ত, শচীন আর নচিকেতা কি এক রকম গানই গাইছে? এখন কি বলব হেমন্ত ভালো আর নচিকেতা খারাপ অথবা উলটোটা? আপনার জানাটাই বা পছন্দটাই সবকিছুর মাপকাঠি বা সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা মনে করে অন্যদের বিদ্রূপ করাটা কি সমীচীন? এ প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ না করে পারছি না, বাংলাদেশীদের বাংলা শুনতে খারাপ লাগে তাই প্রবন্ধই লিখতে বসে গেলেন কিন্তু খোদ কোলকাতাতে যে কোথাও বাংলাই ব্যবহার হয় না তার বেলায়? হাওড়া থেকে দমদম, ট্যাঙ্কি ড্রাইভার থেকে দোকানদার মায় কোলকাতা পুলিশ সবাইতো হিন্দীতেই কথা বলে, সেটা কেমন করে সহ্য করেন দিনের পর দিন? অর্নব, এ আমার পরের মুখের ঝাল খাওয়া, কিংবা বই পড়া, নেট ঘাটা বিদ্যা না একেবারে জলজ্যস্ত অভিজ্ঞতা। শোধপুর থেকে সন্তোষপুর, সলটলেক থেকে গড়িয়াহাট সব হাল আমার নিজের চোখের দেখা তাও একবার না বহু বছর।

সুনীলকে তিরস্কার করলে অর্নব আমি আপনাকে হাতে লিষ্ট ধরিয়ে দিতে পারি যাদের আপনি বাড়ি বাড়ি যেয়েও তিরস্কার করে আসতে পারেন। এই দলে সংগীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকা থেকে লেখক সমরেশ মজুমদার সহ অনেকেই আছেন। ভূপেন হাজারিকা ২০০০ সালে যখন ইন্ডিয়া ট্যুরস এন্ড ট্র্যাভেলসের আমন্ত্রণে নেদারল্যান্ডসে আসেন তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে টিউলিপ দেখতে, তাকে রাখা হয় এমন একটি হোটেলে যার লিফট পর্যন্ত নেই। বর্ষীয়ান এই গায়ক পায়ের ব্যথায় কাতর, তার পক্ষে সিড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠা সম্ভব নয় যা আয়োজনকারীরা আগেই জানতেন। মুই অহমীয়া বলে গর্ব করে পরিচয় দেয়া এই গায়কের লিফটওয়ালা হোটেলের ব্যবস্থা করেছে এই বাংলাদেশীরা। তার সঙ্গিনী বিখ্যাত চিত্রপরিচালক কল্পনা লাজমী এই নিয়ে তীব্র বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাদের আমন্ত্রকারী গ্রুপের কিন্তু তারপরও তাদের কোন মাথাব্যথা দেখা যায়নি এই ব্যাপারে। তারা তাদের অনুষ্ঠান আর আমদানী নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাকে এক সপ্তাহ ধরে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী ঘুরিয়ে দেখিয়েছে এই বাংলাদেশীরা তাদের নিজেদের খরচায়। তিনি সর্বের তেলে ইলিশ ভাজা খেতে ভালোবাসেন, নারকেল দিয়ে মুগডাল, সেসবের আয়োজন করেছে এই বাংলাদেশীরা। বলা বাহুল্য এই সব আয়োজনে অতিথি হিসেবে আমাদের কোলকাতার বন্ধুরাও ছিলেন কিন্তু ভূপেন হাজারিকার গ্রুপ সাথে আমরা যারা নিজেদের অফিস কামাই দিয়ে উনাকে নিয়ে রোজ নেদারল্যান্ড বেলজিয়াম ঘুরছি সেইসব মিলিয়ে ১৫/২০ জনের খাবারের আয়োজন করতে তারা কিন্তু এগিয়ে আসেননি একবেলাও। তারা শিল্পের গুনগত মানের আলোচনার মধ্যেই তাদের সীমাবদ্ধ রাখতেন। একই কথা বলে গেছেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারও ইউরোপ ঘুরে। বাংলাদেশীদের বাড়িতে যে আন্তরিকতা আর আতিথেয়তা পাই তা বাংগালীর বাড়িতে জোটেনা। আমি

শুনেছি সাহিত্যিক শংকরেরও তাই অভিমত যদিও উনার এই মন্তব্য আমি নিজ কানে শুনিনি, বন্ধুদের মারফত শুনেছি। তাই বলছি আমাদের এতো ত্যাগের বিনিময়েও যদি গুণী ব্যক্তির এইটুকু না বলেন, এতোটা ছোট তারাইবা হোন কি করে?

অর্নব, আপনি আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। আপনি লিখেছিলেন," যেভাবে বাংলাদেশ এবং ভারতে মুসলমানদের আবাদী বাড়ছে তাতে দুই বাংলা এক হলে আপনারা (হিন্দুরা) না আবার সংখ্যালঘু হয়ে যান।" এটা আর যাইই হোক মুক্তমনার পরিচয় বহন করে না, অন্তত আমার কাছেতো না। এ ধরনের কুরচিপূর্ণ মন্তব্য কোন মুক্তমনার লেখায় থাকতেই পারে না। মুক্তমনা হওয়ার দাবী যে করবে সে কখনই আমার দৃষ্টিতে কোন কবিকে তার ভৌগলিক সীমার সাহায্যে কোথাও আবদ্ধ করে অন্য একটি স্বাধীন দেশকে তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার উপদেশ দিবে না, এটা দিবে সংকীর্ণমনারা। দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে শুধু ধর্মের বিরোধিতা করলেই মুক্তমনা হওয়া যায় না, আরো অনেক দিকেই উদার হতে হয় তাকে। আমি ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করে কিন্তু সংখ্যালঘু হওয়ার ভয় পোষণ করছি না মনে মনে, যেটা আপনি করছেন। আর আমি কোন ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে না যা কিছু আমার দৃষ্টিতে অসংগত আমি তারই কথা উপস্থাপন করার চেষ্টা করি, সে সমাজ জীবন কিংবা অন্য যে কোন কিছুই হতে পারে। আপনি যদি আমার কোন লেখা পড়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছেন। তবে আমি কোন দেশ ও জাতির প্রতি অশালীন মন্তব্যের অবশ্যই প্রতিবাদ জানাবো সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে যে চিন্তায় পোষণ করিনা কেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ্যামেরিকান নীতি পছন্দ করিনা বলে আমি কখনই এ্যামারিকার ক্যাটারিনা ঝড়কে স্বাগত জানাবো না তাহলে ছোটমনা আর মুক্তমনার কোন তফাৎ নেই আমার দৃষ্টিতে। আপনি কিন্তু সেটাই করেছেন। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেনো আমি আপনাকে শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী আখ্যা দিয়েছি।

আপনার নাতিদীর্ঘ আবেগঘন লেখার জবাবে বলছি পাস্ট টেনসে কথা অনেক হয়েছে এবার কিছু প্রেজেন্ট টেনসের কথা হোক। এক সময় কোলকাতাকে নিয়ে কি ভাবা হতো সেটা বাদ দিয়ে আসুন দেখি আজকে কোলকাতার অবস্থান কোথায়। এতো বুদ্ধিজীবী ঘরে রেখে কেনো যে পশ্চিমবাংলা ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ৩৩ আর রোল নম্বর ৩২ এর ছাত্রের অবস্থায় পড়ে আছে কে জানে। বিহার না থাকলে তো ৩৩ এই অবস্থান ছিল বুদ্ধিজীবী এ গোষ্ঠীর। অনেক প্রতিভাবান কোলকাতার জনগণকে আমি চিনি যারা প্রত্যেক দিবসে এক প্যারার বানী দিয়ে বিদ্যা জাহির করার সাথে সাথে আমাদের ধন্য করেন এবং তারা উচ্চশিক্ষিতও বটে। তাই মনে হয় পড়াশোনা না করাই বোধহয় ভালো ছিল, স্কুল পালানো নজরুল, রবীন্দ্রনাথ কিংবা আরজ আলী হওয়ার আশা থাকতো। একাডেমিক এডুকেশনের উপর আমার এখন আর তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা কাজ করেনা, বড় চাকরীর উপরও না অর্নব। আমি অনেক ডিপার্টমেন্টের হেড দেখেছি যে জ্বীন এসে মিষ্টি খেয়ে যায় এ কথা তিনি সগৌরবে বিশ্বাস ও প্রচার করেন, তিনি অবিভক্ত পাকিস্তানের মেধার ক্রমিকে তৃতীয় স্থান অধিকারী, এ্যামেরিকায় বসবাসকারী, ইউনিভার্সিটির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট। আমার মতে রীতিমতো পড়াশোনা করলে যেকোন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায় হয়তো কিন্তু মানুষ হওয়ার জন্য কিছু ভিতরে নিয়ে জন্মাতে হয়, সেটা স্কুলে কিংবা বড় চাকুরীতে থাকে না। তাই বলছি আপনারা বরং এমন কিছু কিংবদন্তী আবার তৈরী করুন যা নিয়ে আমরা অতীতের মতো আবার গর্ব করব যে বাঙ্গালী সমাজ থেকে উঠে এসেছে হোক তা উন্নাসিক প্রতিবেশীর ঘরেই। সত্যজিত রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সৌরভ গাঙ্গুলীদের নিয়ে গর্ব আমাদেরও।

আমাদের কথায় আরবী / ফারসি শব্দের প্রচলন অনেক বেশী তাই অর্নবের আমাদের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় জেনে কস্ট লাগল। আমাদের জাতীয়তা আমাদের ভাষা অনেক পথ হেটে আজ আমাদের কাছে পৌছেছে বলে এটা এতো সমৃদ্ধ, অনেক কিছু দিয়ে। আমি ইউরোপের বাসিন্দা বলে জানি প্রত্যেক ভাষায়

ডাচ, জার্মান, ফ্রান্স, স্প্যানিশ, ইংলিশ এর মিশ্রণ আছে তাদের কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। ডাচ এ প্রচুর শব্দ আছে যা ফ্রেঞ্চ ভাষা থেকে নেয়া আবার জার্মান ভাষা থেকেও নেয়া। কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ আছে ইউনিভার্সেল যার কোন প্রতিশব্দই তৈরী হয়নি যেমন কম্পিউটার, পিসি, মাউজ আশাকরি অনবের সেগুলো বুঝতে কোন সমস্যা হয় না। আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা আমরা যে ভাষায় দিনরাত কথা বলি সে ভাষায় সাহিত্য রচনা করাই অনেক স্বাভাবিক কারণ তারা একটা সমাজ ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করছেন কোন ধর্মকে নয়। তাই আমাদের একজন নির্মলেন্দু গুণ আর রফিক আজাদের কবিতার ভাষা একই থাকে। যেমন আপনি নিজেই বললেন আপনাদের দেশের মুসলমান লেখকদের ভাষা আমাদের থেকে আলাদা। তারা যখন লেখেন তখন মানুষ হিসেবেই লেখেন আশাকরি মুসলমান হিসেবে নয়। আসলে কি অনব আপনারা বা আপনি হয়তো আমাদের কথা বুঝতেই চান না, চাইলে দেখবেন এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

অনব আমি মজা করার ছলে বললেও আমি আমার নিজস্ব যুক্তির কথাই বলেছি। কবিগুরু যখন মারা যান তখন ভারত আর পাকিস্তানের কথাই আসেনিতো বাংলা ভাগতো অন্য ব্যাপার। আমি জানি

বিশ্বকবির মোনার বাংলা
নজরুন্দের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রুদমী বাংলা
রুদের যে তার নেইকো শেষ

এ কবিতাসহ আরো অন্যান্য কবিতা ছোটবেলা থেকেই বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর হাড়মজ্জার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাই আমরা কবিদের সবাইকে আপন ভাবতে শিখি। হিন্দু-মুসলমান বা নিজ দেশীয় ভিন্ন দেশীয় নয়। ব্যতিক্রম সব জায়গায়ই আছে কিন্তু সেটা কোথায় নেই বলুনতো? অযোধ্যায় রাম মন্দির ভেঙ্গেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, বাংলাদেশে এখনও আর যাই হোক জামাতে ইসলামী সরকার প্রধান হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। বন-জঙ্গল, নদী, দিগন্ত জোড়া খোলা মাঠ, নীল আকাশ এসব আমাকে খুব টানে, আমি গ্রামবাংলা খুব ভালোবাসি। কিন্তু আজ যদি আমি ভাবি যে আমি এমন একটা প্রতিষ্ঠান করব যেখান থেকে আমার জেলার অনাথ বাচ্চাদের আমি পড়াশোনা, চিকিৎসা সহ সবধরনের সাহায্য করব সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য সেটা কি আমি একটা গ্রামে করব নাকি এমন কোন জায়গায় করব যেখানে হাসপাতাল আছে, স্কুল আছে ভালো কিংবা সব ধরনের সুবিধা বর্তমান একটা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য? এজন্য যদি এখন আমাকে বলে কেউ যে "ওহ কি আমার গ্রামের প্রতি ভালোবাসারে, জেলা বা শহর ছেড়ে তো নড়েই না।" কথাটা কি খুব ন্যায় আমার প্রতি বা কারো প্রতি? তাই আমি ভাবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় যেখানে উনি একটা প্রতিষ্ঠান চালানোর মতো সুযোগ-সুবিধা ঠিক মনে করেছেন সেখানেই উনার স্বপ্নকে বাস্তব করার চেষ্টা করেছেন। উনি বাংলাদেশকে কম ভালোবাসতেন বলে নয়। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সাথে উনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, উনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন কারণে অর্থ সাহায্যও নিয়েছেন কিন্তু শান্তিনিকেতন ত্রিপুরায় না করে উনি বোলপুরে করলেন এরমানে কি উনি ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না? ছেলেমানুষী কথা কে বলছে বলুনতো? আর আমি যদি সবাইকে বলে বেড়াই আমার বাবা আমাকেই শুধু ভালোবাসে অন্য কাউকে নয়, এটা কি খুব পরিনত উক্তি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বেশী মর্যাদা দিতেন এইধরনের উক্তি করে আপনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছোট করছেন বড় কখনই নয়। অনেক বাবা-মা যেমন ছেলে মেয়েকে অতিরিক্ত দেখাশোনা করে পঙ্গু করে দেয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে দেয় না এও সে রকম অতি ভালোবেসে কবিকেই সংকীর্ণ করা হচ্ছে তার বেশী কিছু নয়।

আর যেহেতু কোন বাঙ্গালীই পাকিস্তানের নাগরিক থাকেনি সুতরাং কবিগুরুর পাকিস্তানের নাগরিক হওয়ার কোন আংশকাই ছিল না বরং ব্রাহ্ম কবির হিন্দুস্তানের নাগরিক হওয়া হয়তো বেশী বেদনাদায়ক হতো। আমি আবারও বলছি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এরা কখনই ভৌগলিক সীমানা দ্বারা আকা সম্পত্তি হতে পারে না কোন জাতির বা দেশের। পৃথিবীর বহু দেশেই জনগণের মনের ইচ্ছা শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না, এ্যামেরিকায় মোট জনসংখ্যার বেশীরভাগই ইরাক আক্রমণের বিপক্ষে ছিল কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কম মাতামাতি মানে সাধারণ জনগণের কাছেও উনি দূরের তা ভাবার কোন কারণ নেই।

আমি আবারো এক দেশের বুলি আর এক দেশের গালি দিয়েই / নিয়েই লিখছি, বাংলাদেশে আমরা বাঙ্গালরা বলি, "অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর"। আমার কেনো জানি মনে হচ্ছে কাতর অবস্থায় যতবড় একটা প্রবন্ধ লিখা সম্ভব হয়, পাথর অবস্থায় তা হয়তো সম্ভব হবে না। আমাদের বাংলাদেশের হাতে মাঠে অনেক মজার মজার গল্প পড়ে থাকে যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে বেশ গ্রাম্য মনে হলেও এগুলোর মোরাল অনেক সময় ঈশপের গল্পের কাছাকাছি থাকে। আমার বাংলাদেশ জীবনের পুরোটা সময় আমার দাদুর ছত্রছায়ায় কেটেছে সকাল, দুপুর, রাত্র দাদুর সাথে এক কামরায় থেকে। আমাদের আপাতঃ আধুনিক চলাফেরার কারণে বা অনেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দাদু অনেক সময় মজা করে অনেক গল্প (কিছা) বলতেন যেটা তখন বয়স ও বুদ্ধির দোষে নিছক গল্প মনে হলেও আজ যেনো জীবনের আশপাশে তার মোরাল এসে মনকে ধাক্কা দিয়ে যায়। এমনি একটা ছোট গল্প/কিছা আজ সবার সাথে ভাগ করব। এক গ্রামে এক লোক ছিল যে গ্রামের অন্যান্য লোকদের তুলনায় বেশ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং গ্রামের যে কারো রোগ-ব্যাধিতে নিজে নিজে বেশ চিকিৎসা করত। কারো ছোটখাটো ফোড়া বা পাঁচড়া জাতীয় কিছু হলেই ছুড়ি - কাচি দিয়ে নিজে নিজে অপারেশন থেকে আরম্ভ করে যা দরকার তাই করত। অনেকই এই চিকিৎসায় বেশ উপকার পেতেন তাই গ্রাম থেকে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ওকে শহরে ডাক্তারী পড়তে পাঠানো হোক। কিন্তু শহর থেকে ডাক্তারী পাশ করে আসার পর শুরু হলো যন্ত্রণা। এখন কারো ফোড়া হলে বা টিউমার জাতীয় কিছু হলে ওকে ডাকলে আর অপারেশন করে না, বলে আগে এই টেস্ট করো, ওই টেস্ট করো, শহরে যাও, ইত্যাদি। লোকজন বলতে লাগল- আগেইতো ভালো ছিল যখন পড়াশোনা জানতো না, এখন ডাক্তারী পাশ করিয়েতো মহাবিপদ হলো। তখন গ্রামের লোকেরা সবাই তার কাছে জানতে চাইল কেন সে আগের মতো না করে এখন এত কিছু করতে বলে। জবাবে ডাক্তার বলল যে আগে আমি জানতাম না আমার কোন অপারেশনে কোন ক্ষতি হতে পারে তাই সহজে করে দিতাম। কিন্তু এখন আমি জানি আমার একটু ভুলে রুগির কি ক্ষতি হতে পারে তাই আগের মত করে করতে পারি না। অর্থাৎ কিনা না জানলে বা কম জানলে অনেক কিছুই বলা বা করা সহজ।

আজকের উন্নত বিশ্ব যাকে আমরা বলি যার কারণে আমরা অনেকেই মাতৃভূমি ত্যাগ করে এখানে এসে পাড়ি জমিয়েছি তারা কোন দিকে ছুটেছে আর আমরা তাদের থেকে কি নেয়ার চেষ্টা করছি? আমরাই কোন দিকে যাচ্ছি বা কি শিখছি আর ভাবছি? পত্রিকার আর ইন্টারনেটের কল্যাণে ইউরোপীয়ান কমিশন, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, পার্লামেন্ট, আদালত সবকিছুর খবর আজ মোটামুটি সবারই জানা। আর এগুলোর ফলাফল হলো আজকের বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা "ইউরো", স্যাঙ্গুয়িন ভিসা = ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের যেকোন একদেশের নাগরিকত্ব বা রেসিডেন্স পারমিশান থাকা মানে আর কোন আলাদা পারমিশান ছাড়াই ইউনিয়নভুক্ত সব দেশ পরিভ্রমণের সুবিধা ও ছয় মাস থাকা, কাজ করতে চাইলে বা পাকাপাকি ভাবে থাকতে চাইলে অবশ্য তার জন্য আলাদা পারমিশান চাইতে হবে, বর্ডারবিহীন আরামদায়ক ঘোরাফেরার সুযোগ, আর কেউ ইউরোপের বাইরে থেকে ইউরোপে বেড়াতে এলে (ট্যুরিস্ট)

যেকোন একটি স্যাঙ্গুয়ীন দেশের ভিসা থাকলেই স্যাঙ্গুয়ীনভুক্ত সবদেশে ঘোরার সুযোগ। যার ফলাফল হলো একদিন সবার উপর একচেটিয়া রাজত্ব করা ডলারকে কম্পিটিশনে পিছনে ফেলে আজকে ইউরোর নীচে নিয়ে আসা, আর এ্যামেরিকাকে ভাবানো আমরাও আছি। তবে ভুলেও ভাববেন না যে এ সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এক। পর্তুগাল, স্পেন, গ্রীসের অর্থনৈতিক অবস্থা আর নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে করতে অবশেষে ওদের বোধদয় হয়েছে, আমাদের কবে হবে কে জানে?

এই মুক্ত বিশ্বে আমার রোজ দিনের বসবাস, তাই আমাকে যখন কোলকাতার বাংলা আর ঢাকার বাংলা নিয়ে তর্ক করতে হয় তখন বুক ব্যাথা করতে থাকে কত পিছনে আজো আছি? এক সময় এই ইউরোপে কম যুদ্ধ, কম হাঙ্গামা হয় নি, নেপোলীয়ান / মুসোলিনী কেউ কম যায় নি কিন্তু সময় মানুষকে অন্যভাবে জীবনকে ভাবতে শিখিয়েছে। দশ বছর আগে আমি যখন নেদারল্যান্ডসে আসি তখন ছিল "বেনেলুক্স", বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস আর লুক্সেমবার্গের ছোট গ্রুপ আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশ এর মতো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভিসার সুবিধা যা আজকের সমস্ত ইউনিয়ন ভোগ করছে তখন এই তিন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নেদারল্যান্ডসের ভাষা ডাচ, বেলজিয়ামের দক্ষিণ তথা যে অংশগুলো ফ্রেঞ্চ পাটের অধীনে তাদের ভাষা ফ্রেঞ্চ আর উত্তর তথা যে অংশগুলো নেদারল্যান্ডসের অধীনে ছিল সেগুলোর ভাষা ফ্লেমিস আর লুক্সেমবার্গের ভাষা ফ্রেঞ্চ। অনেকটা আমাদের উপমহাদেশেরই মতো। নেদারল্যান্ডসের ডাচ আর বেলজিয়ান পাটে বলা ফ্লেমিস এর পার্থক্য কিন্তু আমাদের ঢাকা বাংলা আর কোলকাতা বাংলার মতোই। আমি যে বিদেশী, ডাচ আমার জন্য তিন নম্বর ভাষা তারপরেও অফিসে আগে যখন কলার আইডি ফোন ছিল না রিসিভার তোলা মাত্র আমি বুঝতে পারতাম ওপাশে যিনি কথা বলছেন তিনি একজন বেলজিয়ান। নেদারল্যান্ডসের ডাচকে বলা হয় ABN = Algemeen Beshaafd Nederlands = Ingeneral Standard Dutch আর ফ্লেমিসকে বলা হয় Plat = Flat = আপাতভাবে বললে গ্রাম্য ডাচ। কিন্তু তারপরেও বেলজিয়ামে জীবনযাত্রা নেদারল্যান্ডসের তুলনায় কিছুটা সস্তা হওয়ার কারণে ডাচরা বেলজিয়ামে বাড়ী কিনে বসবাস করে আর শ্রমিক কর্মচারীদের নেদারল্যান্ডসে অনেক বেশী সুবিধা দেয়া হয় বলে বেলজিয়ানরা নেদারল্যান্ডসে এসে চাকরী করেন। তবে তাদের মধ্যে নিজেদের জাতীয়তা নিয়ে গর্ব বা অহংকার নেই তা আমি বলব না কিন্তু সেটা কি ঠিক আমাদের পর্যায়ে পড়ে কিনা তা আমি জানি না। গরীবের অবশ্য সবসময়ই মর্যাদাবোধ তীব্র থাকে।

আপনি আমার পুরনো লেখাগুলো উলটানোর সাথে সাথে যদি নিজের লেখগুলোও উলটাতেন তাহলে দেখতেন আপনি একবার আমাকে "তানিবীরা" আর একবার আমাকে "তালিকদার" লিখেছেন। আসলে আপনারা কেনো যেনো কেউ আমাদের নামের শুদ্ধ বানান লিখতে চান না, আমার নামের বানানতো আমার লিখার সাথেই দেয়া ছিলো। আর ইংরেজী থেকে বাংলায় পরিভাষিত হলে অনেক ছোটখাটো ভুলভাল হতেই পারে যেমন Arnab আর্নব বা অনর্নব হতেই পারে। সেটা নিয়ে আমি ততক্ষণ বির্তকে যাবো না যতক্ষণ সেটা আর্নিব হয়ে যাবে। আশাকরি বোঝাতে পেরেছি।

তাই বলছি অযথা অকারন বির্তকে সময় নষ্ট না করে চলুন না বরং অন্যকিছু ভাবি??

তানবীরা তালুকদার

২৯।০৫।০৬